গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর
aic.dls.gov.bd

“আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি”

পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরের সাথে জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক-গণের সাথে ২৫-০৩-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ শাহজামান খান পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
সভার তারিখ	
সভার সময়	**২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা।**
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও জুম প্লাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- ক

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত অংশগ্রহনকারী সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি ড. মোঃ সফিকুর রহমান, উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে সভার আলোচ্যসুচী অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপনের আহবান জানান।

২। উপস্থাপিত বিষয়গুলো হলো-

- এ আই টেকনিশিয়ানদের কৃত্রিম প্রজনন ফি আদায় থেকে ভাতা গ্রহনের পরিমাণ ৪০.০০ টাকা থেকে ২০০.০০ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব প্রেরন সংক্রান্ত;
- উপজেলায় কর্মরত ভিএফএ, কম্পাউন্ডার, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের-কে কৃত্রিম প্রজনন কাজ করার অনুমতি দেওয়া;
- উপজেলা ভিত্তিক এআই টেকনিশিয়ান, যারা মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন না, প্রেরিত ছক মোতাবেক তাদের তালিকা প্রেরন করা;
- আগামী জুলাই ২০২৫ মাস থেকে মাঠ পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় আইডি ও সনদ ব্যতিত সকল প্রকার বেসরকারী কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের কাজ থেকে রিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত;
- আইডি ধারী বৈধ কর্মীদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা সংক্রান্ত;
- **‘‘জাতীয় কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা-২০২৫’’** সংক্রান্ত আলোচনা
- প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে মাসিক রিপোর্ট স্ব স্ব উপপরিচালক গণ কর্তৃক পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরে প্রেরন সংক্রান্ত;
- ছুটি বা অন্য বিশেষ কারনে পুর্বানুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ (Station Leave) করা বিষয়ক সরকারী আদেশ অনুসরন সংক্রান্ত
- ২৫-২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে ৫ম গ্রেডভুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তাদের স্ব স্ব পিডিএস আপডেট করা সংক্রান্ত।
- অন্যান্য বিবিধ

সভাপতি প্রথমেই আজকের সভার আলোচ্যসুচি ও বিগত ৪মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, গত ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন পরিচালকগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা (DLS Weekly Executive Meeting) এবং গত ১৯-০৩-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জনাব আমেনা বেগম, অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রেগুলেটরী কমিটির (NTRC) সভায় সারাদেশের মাঠ পর্যায়ের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উক্ত সভা দুইটিতে এ.আই টেকনিশিয়ান দের বর্তমান ভাতা (কৃত্রিম প্রজনন ফি থেকে আদায়কৃত) ৪০.০০ টাকা (প্রতি কৃত্রিম প্রজনন) থেকে বৃদ্ধি করে ২০০.০০ টাকার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও নতুন প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প থেকে প্রদেয় সর্বোচ্চ মাসিক ১৫০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা ভাতা প্রদানসহ কৃত্রিম প্রজনন আধুনিকায়ন প্রকল্প গ্রহনের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষন করেন।

তিনি আরও জানান বিগত চার মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কাজে অগ্রগতি হিসেবে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে ।
যেমন -

- বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা- ২০১৬ এর পরিবর্তে ‘‘**জাতীয় কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা ২০২৫**’’ এর খসড়া প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও **‘‘বাংলাদেশ এনিমেল ব্রিডিং অধ্যাদেশ-২০২৫’’** বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।
- বেসরকারি পর্যায়ে শাহীওয়াল জাতের সিমেন উৎপাদন ও ব্যবহার সীমিত রাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের নীতিমালা অনুযায়ী রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পূর্ণ করতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আইডি ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ইহার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বৈধ ও অবৈধ বা

অনুমোদিত ও অনুমোদনহীন কর্মীর সংখ্যা সহজেই নির্ণয়/আলাদা করা যাবে।

- কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা সকল পর্যায়ে প্রচারের জন্য পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর থেকে একটি ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সকল উপপরিচালকসহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি দেশের জন্য লোকাল জেনেটিক্স একটি অনন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বাংলাদেশের লোকাল জেনেটিক্স এর জার্মপ্লাজমা (যেমন আরসিসি, মিরকাদিম, ভ্যারাইটি পাবনা, নর্থ বেঙ্গল গ্রে ও হিল ব্লাক নেত্রকোনা) সংরক্ষণের জন্য ফটো ফ্রেম তৈরি করে পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে এই জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।
- কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকায় Local Genetics Germplasm Conservation Center (**LGGCC**) তৈরী করা হয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকা এবং কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, রাজশাহী-তে সিসিটিভি সংযোজন এর মাধ্যমে সার্বক্ষনিক/ সার্বিক মনিটরিং ও সুপারভিশন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকায় নিচ্ছিদ্র বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা জোড়দার করনে যানবাহন ও ভিজিটর প্রবেশ রোধসহ আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এরপর সভাপতি উমুক্ত আলোচনার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বগুড়া আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বগুড়া কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের নাইট্রোজেন ও সিমেন বিতরন স্বাভাবিক আছে। সকল এ.আই টেকনিশিয়ান সিমেন গ্রহন করছে এবং যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান করছে। তবে, তারা রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য আন্দোলনের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তাদের যৌক্তিক দাবীর প্রতি তিনি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এছাড়াও নীতিমালা অনুসারে বেসরকারী কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের কর্মএলাকায় একাধিক কর্মী থাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান। নীতিমালা মেনে কৃত্রিম প্রজনন ও সিমেন ব্যবহারের বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বগুড়াতে যে ৩টি প্রজনন ষাঁড় আছে, তাদের ব্যবহারের মেয়াদ ৩ বছর পুর্ন হওয়ায় স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি আরও জানান, বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের প্রশিক্ষণ সনদ ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। কেননা তাঁরা নীতিমালা অনুযায়ী ৪মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহন না করেই মাঠে কাজ শুরু করছেন। এক্ষেত্রে তিনি সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানান। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠান সমুহের জেলা প্রতিনিধিগণ সরকারী নিয়ম না মেনে একই জেলা প্রতিনিধি একাধিক প্রতিষ্ঠানের সিমেন সরবরাহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ছেন, তা বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য মতামত প্রদান করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, যশোর জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তবে একই ইউনিয়নে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী থাকায় সরকারী এ. আই টেকনিশিয়ানদের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে তিনি একটি ইউনিয়নে এমন ভাবে কর্মএলাকা বন্টন করা উচিত যেন, কোন ভাবে সরকারী বেসরকারী মিলে একটি ইউনিয়নে ৪-৫জন কর্মীর বেশী না হয়, তার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, খুলনা জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি সরকারী এ. আই টেকনিশিয়ান দের জন্য পরিচালক, মহোদয় যে সকল ব্যবস্থা (ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রকল্প প্রণয়ন করে মাসিক ভাতা প্রদান) ইতোমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে, সে সকল উদ্যোগ কে স্বাগত জানান এবং বাস্তবায়নের হলে এ আই টেকনিশিয়ানদের আহত সমস্যার সমাধান হবে বলে বিশ্বাস করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঝিনাইদহ জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি মোট ব্যবহৃত সিমেনের মধ্যে শাহিওয়াল জাতের সিমেন ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমিত রাখার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও একই ইউনিয়নে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী থাকায় সরকারী এ. আই টেকনিশিয়ানদের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে সভায় উল্লেখ করেন।
উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বরিশাল জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি বলেন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদেয়, কোন নিয়োগ পত্র নেই মর্মে উল্লেখ করেন এবং নিয়োগ পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কে উদ্যোগ গ্রহনের প্রস্তাব করেন। আর শাহিওয়াল জাতের সিমেন ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমিত রাখার প্রস্তাব করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, গাজীপুর জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত জাতীয় কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা-২০২৫ প্রনয়নের ক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বিজ্ঞান বিভাগ বাধ্যতামুলক করা উচিত। কেননা, কৃত্রিম প্রজনন কাজ একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী সুনিপন দক্ষতার কাজ । এখানে বিজ্ঞান চর্চা ব্যতিত সাধারন শিক্ষায় জনবল দিয়ে ভবিষ্যত জাত উন্নয়নের কাজ করা কঠিন। চলমান এ.আই টেকনিশিয়ানদের দাবী সমুহ বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে আউটসোসিং বা মাষ্টাররোল কর্মচারী হিসেবে প্রাণিসম্পদ বিভাগরে নিজস্ব জনবলে অন্তভুক্ত করা যায় কিনা, তার উদ্যোগ গ্রহনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত নীতিমালায় একই ইউনিয়নে একটি প্রতিষ্ঠানের একজনের বেশী কর্মী না দেওয়ার প্রস্তাব রাখার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি প্রস্তাব করেন- আগামী ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক কৃত্রিম প্রজনন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের সময় বাস্তবভিত্তিক প্রজননক্ষম গাভী/বকনা হিসেবে স্ব স্ব জেলার লক্ষ্যমাত্রা কম/বেশী হওয়া উচিত মর্মে উল্লেখ করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সিলেট জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। চলতি মাস পর্যন্ত সিলেট জেলার ১০৫% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। সিলেট বিভাগের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মাগুরা জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, শালিখা, মাগুরা উপকেন্দ্র টিতে এফ.এ.এ.আই রাজস্ব পদটি শুন্য আছে। সেখানে একজন এফ.এ.এ.আই পদায়নের সুপারিশ করেন। এছাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মোহাম্মদপুর, মাগুরায় এফএএআই সংক্রান্ত জটিলতা আছে বলে সভায় উল্লেখ করেন।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কুমিল্লা জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, পটুয়াখালি জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, লালমনিরহাট জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঢাকা জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন ২জন কেন্দ্রীয় নেতা ব্যতিত (আজাদ ও জিন্নাহ– কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশের সভাপতি ও একাংশের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব) সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, রংপুর জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন প্রায় সকল এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন, কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। সামান্য কয়েকজন এ.আই টেকনিশিয়ান ঢাকার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক চলতি মাসে রিপোর্ট প্রদান করেন নি, তবে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আগামী এপ্রিল ২০২৫ মাস থেকে যথা সময়ে রিপোর্ট প্রদান করবে।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন ১০৫ জন এ.আই টেকনিশিয়ানের মধ্যে শুধুমাত্র ৪৮ জন্য এ.আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করছেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন। বাকী এ.আই টেকনিশিয়ানগণ ঢাকার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক চলতি মাসে রিপোর্ট প্রদান করেন নি।

উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও জানান, তাঁর জেলার আওতাধীন সকল এ.আই টেকনিশিয়ান ঢাকার কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করেননি এবং চলতি মাসিক রিপোর্ট প্রদান করেননি। এ বিষয়ে তাদের কে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে, অনুলিপি পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাররে প্রেরন করা হয়েছে।

এরপর সভাপতি বলেন- সারা বাংলাদেশের যে সকল এ. আই টেকনিশিয়ান যথাসময়ে সিমেন ও নাইট্রোজেন গ্রহন করা থেকে বিরত আছেন এবং যথাসময়ে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করছেন না, তাদের তালিকা প্রনয়ন করে নির্ধারিত ছকে অত্র দপ্তরকে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন শাহিওয়াল সিমেন সীমিত রাখার জন্য সকল বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ কে জানানো হয়েছে এবং আবারো পত্র দিয়ে তাগিদ দেয়া হবে। আর টেবিল-০১ অনুযায়ী জাতীয় প্রজনন নীতিমালার আলোকে কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা-২০১৯ প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

টেবিল-০১: জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা**- ২০১৯

নির্দেশনা	বকনা/গাভী	খামারী অবস্থা	প্রাপ্য বীজ
১	২	৩	৪
১	দেশী	দরিদ্র/মধ্যবিত্ত	দেশী (RCC, Pabna, মুন্সীগঞ্জ, উন্নত দেশী)
২	দেশী	স্বচ্ছল খামার মালিক	১০০% হলষ্টিয়ান-ফ্রিজিয়ান
৩	শাহিওয়াল-দেশী	মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল খামার মালিক	১০০% শাহিওয়াল, ৫০% শাহিওয়াল x ৫০% দেশী
৪	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী	ঐ	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী
৫	৫০%$^{+}$ ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী	ঐ	৫০% ফ্রিজিয়ান x ৫০% দেশী

** সকল ক্ষেত্রে যে কোন বকনা/গাভীকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত (নিকট আত্মীয়) ষাঁড়ের বীজ দ্বারা প্রজনন পরিহার বাঞ্ছনীয়।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নে লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	২	৩

<table>
<tr><td>৩.১</td><td>উপজেলা ভিত্তিক যে সকল এ.আই টেকনিশিয়ান মাসিক রিপোর্ট প্রদান করেননি, নিম্নের ছক মোতাবেক তাদের তালিকা প্রেরন করতে হবে।
<table>
<tr><th rowspan="2">জেলা</th><th rowspan="2">উপজেলা</th><th rowspan="2">ইউনিয়ন/ পৌরসভা/ পয়েন্টের নাম</th><th rowspan="2">ক্রমিক</th><th rowspan="2">এ.আই টেকনিশিয়ানে নাম</th><th colspan="3">কোন মাসের রিপোর্ট দেয়নি (x চিহ্ন দিন)</th></tr>
<tr><th>জানুয়ারী ২০২৫</th><th>ফেব্রুয়ারী ২০২৫</th><th>মার্চ ২০২৫</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>১।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>২।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>৩।</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>উপজেলায় কর্মরত ভিএফএ, কম্পাউন্ডার, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের কে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে পত্রজারির পর থেকে কৃত্রিম প্রজনন করার অনুমতি প্রদান করা হবে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.৩</td><td>উপজেলা ভিত্তিক যে সকল এ.আই টেকনিশিয়ান মাসিক রিপোর্ট প্রদান করেননি, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কর্মে নিয়োজিত করার সময় ৩০০ (তিনশত) টাকা নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষতির চুক্তিপত্র ভঙ্গের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)
ও
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>সরকারী বিধি মোতাবেক এ.আই টেকনিশিয়ানদের রাজস্বখাত ভুক্ত করার সুযোগ নেই। তবে ইতোমধ্যে প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত ও ফিজিবিলিটি ষ্টাডির আওতাভুক্ত (চলমান) ‘‘কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম আধুনিকায়ন প্রকল্প” থেকে মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া এ.আই টেকনিশিয়ান দের বর্তমান ভাতা (কৃত্রিম প্রজনন ফি থেকে আদায়কৃত) ৪০.০০ টাকা (প্রতি কৃত্রিম প্রজনন) থেকে বৃদ্ধি করে ২০০.০০ টাকার প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পরিচালনার সংশোধিত নীতিমালা- ২০১৬ এর পরিবর্তে ‘‘জাতীয় কৃত্রিম প্রজনন নীতিমালা ২০২৫” এর খসড়া প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।</td><td>পরিচালক
কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের নীতিমালা অনুযায়ী (৩.২.২ অনুচ্ছেদ) রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পূর্ণ করতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আইডি ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বৈধ ও অবৈধ বা অনুমোদিত ও অনুমোদনহীন কর্মীর সংখ্যা সহজেই নির্ণয়/আলাদা করা যাবে। আগামী জুলাই ২০২৫ মাস থেকে মাঠ পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় আইডি ও সনদ ব্যতিত সকল প্রকার বেসরকারী কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের কাজ থেকে রিরত রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। আইডি ধারী বৈধ কর্মীদের তালিকা কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরের ওয়েব সাইটে (aic.dls.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও উপপরিচালকগণ কে অনুমোদনহীন কর্মী বা অবৈধ কর্মীর নাইট্রোজেন কনটেইনার/ক্যান বা এ আই গান অকোজো/ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত ধারা নীতিমালায় সংযোজিত থাকবে। বেসরকারী কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের কর্মএলাকায় একাধিক কর্মী না রাখার জন্য নীতিমালায় ব্যবস্থা রাখা হবে।</td><td>পরিচালক
কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের জেলা প্রতিনিধিগণ সরকারী নিয়ম না মেনে একই জেলা প্রতিনিধি একাধিক প্রতিষ্ঠানের সিমেন সরবরাহ কাজে জড়িত হতে না পারে সে বিষয়ে প্রস্তাবিত নীতিমালায় জেলা প্রতিনিধিদের নিবন্ধন ও প্রতিবছর নিবন্ধন নবায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।</td><td>পরিচালক
কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট স্ব স্ব উপপরিচালক গণ কর্তৃক পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরে প্রেরন করতে হবে; এর ব্যতয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রভাব পড়বে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>ছুটি বা অন্য বিশেষ কারনে পুর্বানুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ (Station Leave) করা বিষয়ক সরকারী আদেশ যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>২৫-২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখের মধ্যে পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তরের আওতাধীন ৫ম গ্রেডভুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তাদের স্ব স্ব পিডিএস আপডেট করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>শাহিওয়াল সিমেন ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় প্রজনন নীতিমালা অনুসরনের কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা- ২০১৯ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।</td><td>উপপরিচালক
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (সকল)</td></tr>
</table>

৩.১২	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বগুড়াতে যে ৩টি প্রজনন ষাঁড় আছে, তাদের ব্যবহারের মেয়াদ ৩ বছর পুর্ন হওয়ায় স্থানান্তরের করা হবে।	**উপপরিচালক** কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী সাভার, ঢাকা
৩.১৩	বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের প্রশিক্ষণ সনদ ও এসএসসি সনদ ভালোভাবে যাচাই করে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষন করানো হচ্ছে এবং আগামীতে সকল কর্মীদের ক্ষেত্রে এই যাচাইয়ের কাজ সুনিপুনভাবে দক্ষতা সহিত যাচাই বাছাই করার পর প্রাণিসম্পদ থেকে আইডি ও সনদ প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কোর্স কোঅর্ডিনেটর** এ.আই টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা
৩.১৪	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদেয় নিয়োগ পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কে পত্র প্রদান করতে হবে।	**পরিচালক** কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩.১৫	আগামী ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক কৃত্রিম প্রজনন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের সময় জেলাওয়ারী বাস্তবভিত্তিক প্রজননক্ষম গাভী/বকনা হিসেবে স্ব স্ব জেলার লক্ষ্যমাত্রা কম/বেশী করা হবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব উপপরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, এফএএআই, ভিএফএ, কম্পাউন্ডার, এ.আই টেকনিশিয়ান দ্বারা প্রতিটি ইউনিয়নে প্রজননক্ষম গাভী/বকনার সংখ্যা জরিপ করে রিপোর্ট প্রদান করবেন। পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি জরিপ ফরমেট প্রদান করবেন।	**পরিচালক** কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭-০৩-২০২৫
মোঃ শাহজামান খান
পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৬০০.০৬.০০০১.২৫.৩৭০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। পরিচালক, সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৩। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল / সিলেট/ রংপুর/ময়মনসিংহ।।
৪। পিএসও, এনিমেল ব্রিডিং অনুবিভাগ, সাভার, ঢাকা ও কোর্স কোঅর্ডিনেটর, এ.আই টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (পরিসংখ্যান), কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৬। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, -------- (সকল)।
৭। উপপরিচালক, জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ---------- (সকল)।।
৮। উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী কাম বুল ষ্টেশন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম / ফরিদপুর।
৯। উপপরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, সাভার, ঢাকা / রাজশাহী।
১০। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় [অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
১১। অফিস কপি, অফিস কপি।

২৭-০৩-২০২৫
মোঃ শাহজামান খান
পরিচালক